দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

২০৫ পদে ৩৪১ শিক্ষক নিয়োগে টাকাই ছিল মাপকাঠি ঃ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারও বঞ্চিত

রাবি বর্তমান প্রশাসনের ৪ বছর (১)

☐ আজিবুল হক পার্থ, রাবি থেকে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের আমলে প্রায় সবকটি বিভাগেই শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এসব নিয়োগ দেয়া দেয়া হয়। বিজ্ঞাপিত পদের দ্বিগুণ কোথাও বা তিনগুণ নিয়োগ দেয়া হলেও সব বিভাগেই রয়েছে কমবেশি অনিয়মের অভিযোগ। এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে প্লানিং কমিটির পুরো সুপারিশে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক পরিমাণই প্রাধান্য পেয়েছে। একদিকে যেমন মূল্যায়ন করা হয়নি বিভাগের

১ম স্থান অধিকারী মেধাবী, কর্মরত এডহকে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তেমনি চরম অমূল্যায়িত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানরাও। চাহিদামতো টাকা দিতে না পারলেই শিবির বা ছাত্রদল বানিয়ে নিয়োগবঞ্চিত করা হয়েছে। এ টাকার বিনিময়ে বিভাগে ২৯তম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, সমাজ বিজ্ঞান থেকে পাস করা প্রার্থীকে নতুন পদ সৃষ্টি করে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি লঙ্ঘনের পাশাপাশি নিয়োগ প্রক্রিয়াটার পুরোটাই হয়েছে সব ধরনের অনিয়মের উপর। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পৃঃ ৫ কঃ ৪

২০৫ পদে ৩৪১ শিক্ষক

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেধাশূন্য হতে চলেছে বলে মত দিয়েছে সিনিয়র শিক্ষকরা।

জানা গেছে, দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্বেই দেয়া (২০০৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত সকল ধরনের নিয়োগে) নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে বর্তমান প্রশাসন। এরই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত মোট ৩৭টি বিভাগ চারটি ইন্সটিটিউটে ২০৫টি পদের বিপরীতে ৩৪১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গত সাড়ে তিন বছরে এসব নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে দেয়া এসব নিয়োগের সবকটি বিভাগেই ছিলো নোট অব ডিসেন্ট। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্লানিং কমিটির কোন নোট অব ডিসেন্টই আমলে নেয়নি ভিসি। এর কারণ হিসাবে জানা যায়, ভিসির পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদান করার জন্য এমনটি করা হয়েছে। আর ভিসি পছন্দের প্রার্থী খুঁজতে আর্থিক লেনদেনকেই প্রাধান্য দেয়া অভিযোগ উঠেছে। বর্তমান প্রশাসনের একজন কর্তা ব্যক্তি ও কলা অনুষদের একজন শিক্ষকের মাধ্যমে এসব টাকার দর কষাকষি ও টাকা আদান প্রদান হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রশাসনের এ ধরনের টাকা লেনদেন বিষয়ে বেশ কয়েকবার ক্যাম্পাসে উড়ো চিঠিও বিলি করা হয়েছে।

এদিকে চাহিদা মতো টাকা দিতে না পারায় মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী পরিবারের সন্তান, ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরেও শিবির বা ছাত্রদল অভিহিত করে তাদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। বিভাগে ১ম স্থান অধিকারী আওয়ামী ঘরানার মুক্তিযোদ্ধার সন্তান চাকুরী না দেয়ায় ভিসি বাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের কান্নাকাটি করার দৃশ্য চোখে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সাথে এমন হঠকারীতা করায় দুঃখজনক জাতু মিছিল করেছে মুক্তিযোদ্ধারা।

অন্যদিকে, যে সমস্ত বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার বেশির ভাগই অনিয়ম আর প্লানিং কমিটি সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগে ৫টি পদের বিপরীতে ১২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। ৪২জন প্রার্থীর একাডেমিক যোগ্যতায় সবচেয়ে নিচের তথা ৪১ ও ৪২তম পজিশন ছিল আব্দুর রাকিব ও ফলিত রসায়ন বিভাগের আওয়ামীপন্থী শিক্ষকের ছেলে রওশনুল হাবিবকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফার্মেসী বিভাগে ৫টি পদের বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হয় ৯জনকে। ১৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১তম অবস্থানে থাকা আব্দুল মুহিত, ছাত্রলীগ নেতা, ৩ তিন বছরের স্নাতক পুরোপুরি পালন করার পর তাকে নিয়োগ দেয়া হয় বলে অভিযোগ উঠে। ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগে প্লানিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ২জনকে নিয়োগ দেয়ার জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হলেও ৪৪জন প্রার্থীর মধ্যে নিয়োগ দেয়া হয় ৬জনকে। ৬জনের মধ্যে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী মোছা. জেবুননেছা ইসলাম মেধাক্রমের সবচেয়ে নিচে থাকলেও মেধাবীদের ডিঙিয়ে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ক্লাস নিতে একেবারেই অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন বলে বিভাগের একাধিক শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। পপুলেশন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রিসোর্স বিভাগে প্লানিং কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়াই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে ২টি পদে ২৭জন প্রার্থীর মধ্যে ৩জনকে স্থায়ী ও ৪ জনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। ৫ বছর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত অস্থায়ীদের নিয়োগ স্থায়ী না করেই নতুনদের স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ৪জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। বিভাগীয় সভাপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার একদিন পূর্বে তড়িঘড়ি করে দলীয় ও নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর নিয়োগ চূড়ান্ত করতে ২০০৯ সালের ২৯ জুন সিলেকশন বোর্ড গঠন করে নিয়োগ প্রার্থীদের সাক্ষাতকার নেয়া হয়। তড়িঘড়ি করে সিলেকশন বোর্ড তৈরী করে প্রার্থী সাক্ষাতকার গ্রহনের আরেকটি কারণ ছিল তার পরেরদিন ৩০ জুন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বৈঠক। নিয়োগপ্রাপ্ত দুইজনের কাছ থেকে নিয়োগের উপঢৌকন হিসেবে তৎকালীন প্রশাসনিক এক কর্মকর্তা ৮ লাখ টাকা নেয় গোপন একটি সূত্র জানায়। অর্থনীতি বিভাগে অর্থনীতি বিভাগে ৬টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর ৩০টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। ২০০৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সিলেকশন বোর্ডে প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাইতো বোর্ডে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের বাদ দিয়ে দলীয় প্রার্থীদের নিয়োগের ব্যাপারে বিভাগীয় সভাপতি দ্বিমত পোষণ করেন। এক পর্যায়ে তিনি সিলেকশন বোর্ডের সিদ্ধান্ত বয়কট করেন। কিন্তু প্রথম স্থানে থাকা শাহনাজ নামে এক প্রার্থীকে বাদ দিয়ে ৬ জনের জায়গায় ৯জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। ব্যবস্থাপনা বিভাগে ৪জনের জায়গায় নিয়োগ দেয়া হয় ৭জনকে। ছাত্রলীগ নেতা মো. শাহেদ উদ্দিন নিয়োগ পেলেও একাডেমিক যোগ্যতায় প্রথম স্থানধারী মাসুদ রানা, রিয়াজ ও ধরন রায়কে বাদ দেয়া হয়। মার্কেটিং বিভাগে ৫টি শূন্য পদে ৬৪জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে বিভাগের মেধা তালিকায় ১ম থেকে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারী মেধাবীদের বাদ দিয়ে অনেক নিচের অযোগ্য দলীয় পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ ডিগ্রীধারী রঞ্জন কুমার বসুর ও ছাত্রলীগের সুপারিশকৃত মোছা. আফিয়া আক্তার নিয়োগ পান। রসায়ন বিভাগে বিজ্ঞাপিত ৫টি পদে ১১জনকে। বিভাগের একজন গবেষক, ৬ বছরে বের হওয়া ৬ জন ১ম স্থান অধিকারীর মধ্য থেকে নিয়োগ পায় একজন। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগে ৩টি পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে ৫১জন প্রার্থীর মধ্যে ৯জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। আইন ও বিচার বিভাগে ৫ বছর আগে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে পছন্দের দুইজনের নিয়োগ স্থায়ী করলেও বাকি ৩জনের নিয়োগ স্থায়ী না করে ২৮জন প্রার্থীর মধ্য থেকে নতুন করে দলীয় ৬জনসহ মোট ৮জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মধ্য একজনের মাস্টার্সের ফল প্রকাশের আগেই আবেদন করায় তার নিয়োগ বাতিলের দাবিতে হাইকোর্টে রিট করা হয়। ফোকলোর বিজ্ঞান বিভাগে ৩২জন আবেদনকারীর মধ্যে ৪টি পদে নিয়োগ পান ৫জন। বিভাগীয় সভাপতি প্রফেসর শহীদুর রহমান চৌধুরী অতিরিক্ত নিয়োগের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর না করলে তাকে চাপের মুখে রেখে প্রশাসনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করাতে বাধ্য করা হয়। তাছাড়া নিয়ম না থাকলেও প্রভাবশালী আওয়ামীপন্থী শিক্ষক প্রফেসর মো. আবু বকর সিদ্দিক এর মেয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে পাশ করার পর সাবিহা ইয়াসমিন নামের এই প্রার্থীকে ফোকলোর বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়। সমাজবিজ্ঞান বিভাগে প্লানিং কমিটি ২টি শূন্য পদে ২জনের বেশি শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেও ৬জন নিয়োগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিভাগীয় সভাপতি ওই সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর না করতে চাইলে দলীয় চাপে তিনি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন বলে জানা যায়। তাছাড়া ওই বিভাগে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাডেমিকভাবে সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী এক প্রার্থীকে ধর্মীয় পোষাক (পাঞ্জাবী, দাড়ী-টুপি) পরিবর্তন করলে নিয়োগ দেয়া হবে এমন শর্তারোপ করে সে শর্ত দেয়া হয়। চারুকলা বিভাগে ৩টি পদে ৪জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে একজনের তৃতীয় বিভাগ, দুজনের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদনের যোগ্যতা না থাকলেও প্লানিং কমিটির সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। নৃবিজ্ঞান বিভাগে ৩টি পদের বিপরীতে ৯জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। ২৯ ২জন প্রার্থীর মধ্যে মেধাতালিকার ২১ ও ২২তম ব্যক্তি নিয়োগ পেলেও রাবি ও ঢাবি'র একাডেমিক যোগ্যতা প্রথম স্থানধারী দুইজনকে দেয়া হয়নি।